

সূত্রঃ এলপিগিজি/জাঃমঃ/আবেদন/০০৩

তারিখঃ ২৬ অক্টোবর, ২০২১ ইং

বরাবর

চেয়ারম্যান,

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর),

রাজস্ব ভবন,

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

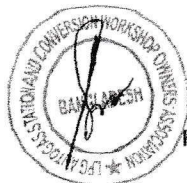
বিষয়ঃ ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের মূল্যহার থেকে মুসক প্রত্যাহারের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মানপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, যানবাহনে অকটেন, পেট্রোল ও ডিজেলের পরিবর্তে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (অটোগ্যাস) একটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানি হিসাবে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। যানবাহনে অটোগ্যাস ব্যবহারের ব্যয় অকটেন/পেট্রোলের তুলনায় অর্ধেক। অন্যদিকে দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ কমে যাওয়ায় সারাদেশে গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে সরকার ইতিমধ্যে যানবাহনে পেট্রোল, অকটেন ও সিএনজি ব্যবহারের পরিবর্তে এলপিগিজি ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন।

সারাদেশে প্রায় ৪০০টিরও অধিক এলপিগিজি অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপিত হয়েছে এবং আরো ২০০টি নির্মাণাধীন আছে। বিকল্প জ্বালানি হিসাবে সিএনজি এর পাশাপাশি এলপিগিজি ব্যবহার শুরু হওয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর চাপ কমতে শুরু হয়েছে। অপরদিকে যেখানে সিএনজি গ্যাসের সুবিধা নেই সে সমস্ত এলাকায় এলপিগিজি স্টেশন চালু হওয়ায় জ্বালানী সাশ্রয়ী হিসাবে এলপিগিজির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সারাবিশ্বে এলপিগিজি'র মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এর প্রভাব আমাদের দেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে যানবাহনে এলপিগিজি ব্যবহারে অনুৎসাহিত হচ্ছে, সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এলপিগিজি অটোগ্যাস স্টেশন ব্যবসা অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেই সাথে এই সেক্টরে বিনিয়োগকৃত প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ঝুঁকির মধ্যে আছে।

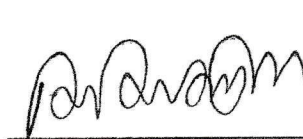
বর্তমানে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) অক্টোবর-২০২১ এর সৌদি সিপি'র ভিত্তিতে অক্টোবর-২০২১ এর জন্য ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য ৫৮.৬৮ টাকা/লি. নির্ধারণ করেছে। অপরদিকে, বিকল্প জ্বালানী সিএনজি প্রতি ঘনমিটার ৪৩ টাকা করে বিক্রয় হচ্ছে। ফলে এলপিগিজি'র গ্রাহকগণ পুনরায় সিএনজি'তে তাদের যানবাহনগুলো রূপান্তর করছে। অটোগ্যাস স্টেশনগুলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এলপিগিজি অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্য অন্যান্য বিকল্প জ্বালানীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অতীব জরুরী।



আমরা অবগত আছি যে, যানবাহনের অন্যান্য জালানীর উপর সরকার কোনো মূসক আরোপ করে নাই। কিন্তু অটোগ্যাসের মজুতকরণ এবং বোলজাতকরণ পর্যায়ে ৫% এবং ব্যবসায়ী পর্যায়ের ২% মূসক আরোপ করা হয়েছে যা অটোগ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। এই মূসক প্রত্যাহারের জন্য আমরা জোর দাবী জানাচ্ছি।

যেহেতু এলপিগ্যাস সেক্টরের উন্নয়নের বিষয়টি সরকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছে, সেহেতু এই সেক্টরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে অটোগ্যাসের বিক্রয়মূল্যের সাথে সংযোজিত ভ্যাট প্রত্যাহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মহোদয়ের একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক


মোহাম্মাদ সিরাজুল মাওলা



সভাপতি

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
৪. প্রেসিডেন্ট, কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ৮/৬ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।